সংবাদ

তারিখ ... ২৩/৮/৮৫
পৃষ্ঠা .... কলাম ...

'প্রাথমিক শিক্ষকরা সরকারী কর্মচারী থাকবেন'

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ এইচ, এম এরশাদ বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকরা সরকারী কর্মচারী ছিলেন এবং থাকবেন। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, এ ব্যাপারে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই।

জনাব শাহজাদা মোহাম্মদ নুরুল আলম আমিরীর নেতৃত্বে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নির্বাহী সদস্যরা

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

গতকাল বুধবার সিএমএলএ'র সাথে দেখা করলে তিনি একথা বলেন।

বিকেন্দ্রীকরণ এবং মহকুমাভিত্তিক স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আইন

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষক

১ম পাতার পর

বিলোপ প্রসংগে তিনি বলেন, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের আলোকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনকে থানা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে শিক্ষকদের দায়িত্ব বাড়বে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পাঠের উপযোগী বয়সের ছেলেমেয়ের অধিকতর উপস্থিতি নিশ্চিত করবে।

তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনকে থানা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে শিক্ষকদের পদমর্যাদার ক্ষেত্রে কোনই পরিবর্তন হবে না। প্রাথমিক শিক্ষকরা সরকারী কর্মচারী ছিলেন এবং থাকবেন।

প্রাথমিক শিক্ষকরা জেনারেল এরশাদের সাথে খোলামেলা মতবিনিময় করেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করেন।

শিক্ষকদের উদ্দেশে জেনারেল এরশাদ বলেন, প্রাথমিক শিক্ষকরা নিয়মিত সরকারী কর্মচারী। এক্ষেত্রে কোন অনিয়ম থাকলে তা দূর করা হবে।

শিক্ষকরা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে শিক্ষকদের গ্রেড ও বেতন স্কেল যুক্তিসঙ্গতকরণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের দায়িত্ব এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অন্যত্র বদলির বিষয় জেনারেল এরশাদের কাছে উত্থাপন করেন।

সিএমএলএ প্রাথমিক শিক্ষকদের বদলি বন্ধের জন্য তাৎক্ষণিক আদেশ দেন। তিনি শিক্ষকদের অন্যান্য সমস্যাবলী বিবেচনারও আশ্বাস দেন।

শিক্ষকরা তাকে এই বলে আশ্বাস দেন যে, সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচীতে তারা সর্বাত্মক সহযোগিতা দেবেন এবং অরাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবেন। জেনারেল এরশাদ প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য ঢাকায় একটি অফিস তথা ট্রানজিট রেষ্ট হাউস নির্মাণের জন্য ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেন।

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এ মজিদ খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন। খবর বাসস'র।